Unbounded

Samir Dautta

সাদা, হলদে-সাদা কাগজের সমতল, অসমতল ভূমিতে কালো, জল রঙ, তেল রঙ, রঙ-ধুলা তুলিতে, হাতের আঙুলে, তালুতে লাগিয়ে স্বতস্ফূর্ত, অভিব্যক্তিগত, ক্রিয়ামূলক, নাটকীয় "রূপ" তৈরি করেন সমীর দত্ত।

ব্যবহৃত উপাদানের অপ্রত্যাশিত গুনাগুন আবিষ্কার, সময়, ক্ষণ, শিল্পীর আবেগ অনুভূতির অভিজ্ঞতার যে মানসিক, শারিরীক, ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপ তৈরি হয় তা শিল্পীর নিজের জন্যেও প্রথম প্রত্যক্ষণ।

শিল্পী সচেতন হতে চান না, আবার অবচেতনও নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় তবে নতুন দৃশ্যরূপ আবিষ্কার করার ইচ্ছে নিয়ে এক ধরনের উন্মুক্ত কাজ। যা দর্শকরা অবাধে নিজের মত করে পড়তে পারেন। বিশেষ কোন অর্থ তৈরির চেয়ে চিহ্ন, ভাষা তৈরিতে আগ্রহী। এই নতুন চিহ্ন বা ভাষা তৈরীর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় নতুন যোগাযোগ।

দৃশ্যভাষার মুল উপকরণগুলি নিয়েই নতুন ভাষা নির্মাণের খেলা। গল্প নেই, অর্থ নেই আছে সময় ও বস্তু। পুরোপুরিই দৃশ্যনির্ভর। যা কিছু ঘটে দেখার মধ্য দিয়েই। হয়ত গল্প ও অর্থও তৈরি হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিল্পীর সিদ্ধান্তে সমাপ্ত রূপ-টি শিল্পী ও দর্শকের সাথে একইভাবে যোগাযোগ তৈরি করে।

ওয়াকিলুর রহমান, শিল্পী-কিউরেটর

Kibria Printmaking Studio

KALA KENDRA
a non - profit space for art
1/11 Iqbal Road(3rd floor)
Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh
01726555379, 0911217354,01671143280
Kalakendrabd@gmail.com, FB:kalakendra

11- 30 January, 2019, 5 - 8 pm

Curated by Wakilur Rahman

সমীর দত্তর ছবি বানানোর কথা

যার আঁকা ছবির প্রদর্শনীর জন্য লেখাটি, সমীর, চিত্রকর সমীর দত্ত আমার বন্ধু।সমীরের ছবি দেখেছি ওকে ছাড়া, সমীরের ছবি দেখেছি ওর সাথে, ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে পিছিয়ে, বসে, ছবিতে হাত বুলিয়ে, কথা বলে, জেনে নিয়ে, না জেনে নিয়ে। ছবির দর্শক ছবিতে চিত্রকরের কথা খোঁজে। চিত্রকর এমনটি এঁকে এমনটি দেখিয়েছেন।যদি অন্যটা হয়, দর্শক যদি নিজেই পড়ে নিতে চায় ছবি, নিজের মতন করে, তাহলে! যদি চিত্রকরের সাথে দেখা না হয়, তার কথা শোনা না হয়, তবে!

তাহলে, তবে, ছবি তখন, যে এঁকেছে তার নয়, ছবি যে দেখছে, ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, পড়ছে, ছবি নিয়ে ভাবছে, কথা খুঁজছে, বানাচ্ছে, পাচ্ছে, তার। সেখানে চিত্রকর নেই, ছবি আছে। দর্শক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে নেই, দেখে চলে গেছে। তারপর সংলাপ : প্রদর্শনীতে এখন অনুপস্থিত চিত্রকরের সাথে প্রদর্শনীতে এখন অনুপস্থিত দর্শকের। প্রদর্শনীর সীমানাবদ্ধ দেওয়াল নেই, প্রদর্শনীর নির্দিষ্ট স্থান, তারিখ, সময় নেই। প্রদর্শনী ঘরের বাইরে একজন দর্শকের সাথে আর একজন দর্শকের। অথবা একজন দর্শকের নিজের সাথে নিজের সংলাপ, কথা বলা, ছবি পড়া, খুঁজতে চাওয়া, চিনতে চাওয়া, বুঝতে চাওয়া, পাওয়া, না পাওয়া।এই লেখাটি তেমনই। একটা সংলাপ। একটা খোঁজ। চিত্রকর সমীরের সাথে দর্শক শুভেন্দুর কথা বলে, না বলেই দেখা।

যতটুকু বুঝি একটা ছবিতে থাকে রেখা, দাগ, টান। তিনটে আলাদা চিত্রশব্দ। আমাকে আলাদা করতে দিলে ঠিকঠাক পারবো না। তবুও আমার মনে হলো সমীরের ছবিতে এই তিনটেই রয়েছে। একটা ছবিতে থাকে রঙ, রঙেরা, রেখা, দাগ, টানের রঙ, রঙেরা থাকে। রঙের, রঙদের রেখা, দাগ, টান থাকে।

রঙ, রঙেরা, রেখা, দাগ, টান মিলিয়ে ছবি, ছবিরা সমীরের ছবিতে রেখারা চলে ফেরে। ছবির পাতায় পাশাপাশি, উপরে নীচে। একদিকে চলতে গিয়ে অন্যদিকে ঘুরে যায়। সোজা যেতে যেতে মোড় ঘুরে আসে, পাক খায়, বাঁক নেয়, পেঁচিয়ে যায়, নিজেরা কাটাকুটি করে, নিজেরাই নিজেদের কেটে কেটে রাখে, একটা রেখার উপর আর একটা রেখা চেপে বসে, রেখাদের জট পাকিয়ে যাওয়া। রেখা ভারী, মোটা, জমাট বাঁধে, দাগ হয়ে যায়।

ছবিতে দাগে চিড় ধরে, একটা দাগের বুক চিরে আর একটা দাগ বসে যায়, দাগ ফেটে যায়, গুঁড়ো গুঁড়ো, ফোঁটা ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে, ছিটিয়ে যায়, দাগ থেমে যায়, মুছে যায়। সমীরের ছবিতে টান, ছোটো, সরু, বড়ো, মোটা, অসমাপ্ত, শেষ হওয়া, চলতে থাকা, মূল টানের এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টান। তুলির টান।

সমীর কোনো ছবিতে আবার তুলির ওপর ভরসা করেনি। নিজের হাত দিয়েই, হাতের তালু দিয়ে, আঙুল দিয়ে, ছবির দাগ, টান ঘষে দিয়েছে, তুলে দিয়েছে, চেপে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে। সমীর নিজেকে এনেছে, রেখেছে ছবিতে, আমাকে, আমাদেরকে, ছবি যারা দেখছেন, দেখবেন, তাদেরকেও।

এই সময়, এই দেশ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ক্ষমতাসীন ধারা, নির্দেশ, দাদাগিরি, বিরোধিতা, বিরুদ্ধতা, সংঘাত, অমান্যতা, যন্ত্রণা, বশ্যতা, প্রতিবাদ, অস্বীকার, মেনে নেওয়া, সরিয়ে দেওয়া, দখল, উঠে দাঁড়ানো, ব্যক্তি, একাকীত্ব, সন্ধান, সঙ্ঘবদ্ধতা, ধাক্কা খাওয়া, হাত বাড়ানো, পা মেলানো, পরাজয়, চিন্তা, সংগ্রাম, রচনা এই সব, এরা সব রেখা, দাগ, টান হয়ে গেছে সমীরের এই সব ছবিতে। চোখে পড়ে যায়, খুঁজে নেওয়া যায়, দেখে ফেলা যায়, বুঝে যাওয়া যায়, চাইলে। চাইতে চাইলে। আমি চেয়ে পেয়ে গেছি। দর্শকের ইচ্ছে সে পেতে চায় কিনা।সমীরের ছবি জটিল। একটা ছবিতে দুটো ছবি। একের সাথে অন্যের আপাত যোগ নেই। একটা ছবির ওপর আর একটা ছবি চেপে বসা। সরিয়ে দিতে চায় কিংবা হাত বাড়ায়। জমাট ক্যানভাস, কোথাও ফাঁক নেই। দমবন্ধ হয়ে আসে। অনিশ্চয়তা। ছবি ক্যানভাস ছাড়িয়ে তার জন্য বরাদ্দ জায়গা ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। আকাঙ্ক্ষা। সমীরের ছবি পড়ে নিতে হবে, বলে দেওয়া নেই।

আমিও পড়তে চেয়েছি। সমীরের মতো করে নয়, আমার মতো করে। সমীর ছবি বানিয়েছে। আমি ভাবনা বানিয়েছি। আমরা। ভাবার স্বাধীনতা।

সমীরের ছবিতে রেখা, দাগ, টান, রঙ দেখাকে, ভাবনাকে বানিয়ে দিয়েছে। আমি খুঁজে পেয়েছি আজকের চাপিয়ে দেওয়া সময়ের বিরুদ্ধতায় আমার ভালো লাগা সময়। বানিয়ে দেওয়া বুড়ো সময়ের অমান্যতায় আমার যৌবন সময়। বসিয়ে দেওয়া শহুরে কালের অস্বীকারে আমার মফস্বল কাল।

সমীর আমাকে ফিরিয়ে দেয় রাত ১০টায় মিটিং শেষে জড়ো হওয়া চায়ের দোকানে নিভন্ত উনুনের উসকে ওঠা কমলাভ লাল। মিছিলে হাঁটা জনসমুদ্রের পুরনো লুঙ্গির ফেটে ফেটে যাওয়া নীল। লিখতে গিয়ে হাতে লেগে যাওয়ায় দেওয়ালে ঘষে দেওয়া সাদা। ইস্তেহার লিপি করার জায়গায় ছায়া দেওয়া বট গাছটার গায়ে থরে থাকা শ্যাওলা। শ্লোগান দেওয়ার কারখানার গেটের রং ওঠা লোহার রঙ। পোস্টার আঁকা শেষে খিদে পেলে জড়ো হওয়া দোকানের আলুর দমের হাঁড়ির তলার কালো। পাড়ার কামারশালার আগুনে বানাতে হাপরের হাওয়াতে ঝলসে ওঠা দগদগে লাল।

অন্যের বানানো নয়, আমার বানানো আমিকে, আমাকে বানানো সময়কে, সময়দেরকে, আমার বানাতে চাওয়া সময়কে সমীর এনে দিয়েছে ওর ছবিতে। সমীরকেও।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত, শিক্ষক ও গবেষক, কোলকাতা

Unbounded, Mix medium on Paper, 77x101 cm, 2015(Page-1)
Unbounded 1-6, Acrylic on Handmade Paper, 67x87 cm, 2018(Page - 3,4,5)

Samir '15

Unbounded, Toner Powder on Paper, 71x113 cm, 2014(Page-7,8)
Unbounded(4 Pcs), Toner Powder on Paper, 56x63 cm, 2014(Page - 9,10)
Unbounded , Toner Powder on Paper, 71x113 cm, 2014(Page - 11)
Unbounded, Toner Powder on Paper, 56x63 cm, 2014(Page - 12)

SAMIR DUTTA
1956, Faridpur, Bangladesh

1979: BFA, College of Arts & Crafts, Dhaka, Bangladesh
1984: MFA, MSU, Baroda, India

SOLO EXHIBITION :
2019: Unbounded, Kalakendra, Dhaka, Bangladesh
1985: Academy of Fine Arts, Kolkata, India

GROUP EXHIBITIONS :
2017: Lalit Kala Akademi, Kolkata Regional Centre, (Exhibition and Art Fair of Scholars & Studio Artists)
2016: Ganges Art Gallery by Calchitra, Kolkata; Birla Academi, Kolkata; Lalit Kala Akademi, New Delhi; Lalit Kala Akademi, Kolkata Regional Centre, (Exhibition and Art Fair of Scholars & Studio Artists)
2015: Charukala Parshad, Sadanga, Kolkata; Lalit Kala Akademi, Kolkata Regional Centre (Exhibition and Art Fair of Scholars & Studio Artists)
1984: Urja Art Gallery, Baroda, India
1983: Jahangir Art Gallery, Bombay, India
1981: Shilpakala Akademi, Dhaka, Bangladesh; Lalit Kala Akademi, Ahmedabad, India

WORKSHOP/CAMP :
2018: National Painting Art Camp at Pobitora, Guwahati , organized by Lalit Kala Akademi, Reginal Centre, Kolkata, India
2016: Sundarban Painting Art Camp ,sponsored by Labaid Foundation, Dhaka, Bangladesh
2015: Painting Camp at Bagerhat Museum of Art, Khulna, Bangladesh

FELLOWSHIP AWARD :
2013-2014: Senior Fellowship, Ministry of Culture, Government of India, Visual Art, Research Topic : Adaptation of Patachitra to Suit Contemporary Society
2014-2019: STUDIO ARTIST at : Lalit Kala Akademi, Kolkata Regional Centre Place : Kolkata

Email : samircreates@gmail.com

Unbounded, Mix medium on Paper, 50x70cm, 2018

Cover Page - Unbounded, Mix medium on Paper, 56x71 cm, 2014
Back Page - Unbounded, Mix medium on Paper, 56x71 cm, 2014

Kalakendra Team: Wakilur Rahman, Tanvir Parvez, Mohammad Khairul Hasan, Md Bazlur Rashid Shawon, Ramit Hasan. Catalog designed and Published by Kalakendra, December, 2018. Catalog no- 29
1/11, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka. Kalakendrabd@gmail.com; Facebook: Kalakendra